দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে এ শিক্ষাকে আরও উন্নত করতে চাই —শিক্ষামন্ত্রী

এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়ন চাই
—জমিয়াতুল মোদাররেছীন সভাপতি এ এম এম বাহাউদ্দীন

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে গতকাল (রোববার) বিকেল সাড়ে ৩টায় জমিয়তের ১৬ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সূচনা বক্তব্যে এ এম এম বাহাউদ্দীন এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে বেতন স্কেলভুক্ত করাসহ মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী যে সকল আশ্বাস প্রদান করেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে এ শিক্ষাধারাকে যুগোপযোগী করতে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। নির্বাচনের পূর্বে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করে এ দেশের পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা ও লাখ লাখ শিক্ষকের কাছে আস্থাভাজন হবেন,

৭ঃ২ কঃ৪

মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। জমিয়ত মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। জমিয়ত সভাপতি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবীসম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, এ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে এ শিক্ষাকে আরও উন্নত করতে চায়। ঈমান, আমল-আখলাক, দেশের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের আগে যেমন প্রধানমন্ত্রী ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন বর্তমানেও তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এ দাবী বাস্তবায়নের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। মঞ্জুরিপ্রাপ্ত এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণ, এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন স্কেলভুক্তকরণসহ অন্যান্য দাবী-দাওয়া সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, পর্যায়ক্রমে সব ন্যায্য দাবী-দাওয়াই বাস্তবায়িত হবে। তিনি বলেন, একমুখী শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হবে। এর অর্থ হল কিছু কিছু বিষয়ে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রছাত্রী সমানভাবে জ্ঞান অর্জন করবে, সাথে সাথে মাদ্রাসা ধারা তার স্বকীয়তা বজায় রেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরও উন্নত হবে। যারা মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস করা হচ্ছে, একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়ন করে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হচ্ছে বলে অপপ্রচারে লিপ্ত তাদের অপপ্রচার মিথ্যায় পর্যবসিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে জমিয়তের পক্ষ থেকে যেসব দাবী-দাওয়া পেশ করা হয়েছে সেগুলো হল ঃ

১। একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঃ কুরআন, হাদীস, ইসলামী আইন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা অর্জন এবং একটি বিজ্ঞানময় যুগোপযোগী কারিকুলামের মাধ্যমে সত্যিকারে দেশপ্রেমিক, উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক তৈরীর লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী শতাব্দীকালের। বিগত সরকার গণদাবীর মুখে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করে তা পালন করেনি। দেশের সীমান্তবর্তী কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহকে ন্যস্ত করেছে, যা গোটা দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য চরম দুর্ভোগের কারণ হয়েছে। প্রায় দেড় হাজার ফাজিল স্নাতক ও কামিল স্নাতকোত্তর মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য এদেশের পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা, লাখ লাখ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চলতি বছরের ১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী জমিয়াতুল মোদাররেছীনের নেতৃবৃন্দ, শীর্ষস্থানীয় আলেম, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ আলাউদ্দিন, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারিক, চীফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদের উপস্থিতিতে একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। গোটা জাতি এ ঘোষণা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। শতাব্দীকালের এ দাবী পূরণে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে আপনার জরুরী পদক্ষেপ কামনা করছি। উল্লেখ্য, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কোন অর্থ ব্যয় করতে হবে না, নিজস্ব আয় দিয়েই এ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয় সংকুলান করতে সক্ষম হবে।

২। মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল (এমএ) স্তরের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পেশকৃত স্টাফিং প্যাটার্ন বাস্তবায়ন করা ঃ ২০০৬ সালে বিগত সরকার ফাজিল ও কামিল স্তরকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর কামিল স্তরের শিক্ষকদের এমপিও দান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাওয়ার ফলে ফাজিল ১ বছরের কোর্সের স্থলে ৩ বছরের ডিগ্রী পর্যায়ের কোর্স পূর্বের দ্বিগুণ সিলেবাস নিয়ে চালু হয় এবং ফাজিল ৩ বছর ও কামিল (এমএ) পর্যায়ের ২ বছরের নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদানের জন্য যে জনবল কাঠামো ঘোষণা করেছে ২০০৬ সালের জুন থেকে বর্তমান ২০০৯ সালের মে মাস পর্যন্ত মোট ৩৫ মাস অবধি শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন না দেয়ায় শতকরা ৯০ ভাগ মাদ্রাসা শিক্ষকশূন্যতায় চরম সংকটে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অতি দ্রুত এ সমস্যার সমাধানকল্পে অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত জনবল কাঠামো অনুমোদন প্রদানের পদক্ষেপ কামনা।

৩। প্রধানমন্ত্রীর গত ১৬ এপ্রিল তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় বেতন প্রদান ঃ মাদ্রাসার ভিতর প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা। মাদ্রাসা বোর্ডের মঞ্জুরিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীগণ সরকারী অনুদান না পাওয়ায় এ সকল মাদ্রাসা বিলুপ্তির পথে। প্রতি ইউনিয়নে একটি মাদ্রাসার কর্মরত শিক্ষকগণ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় অনুদান পাওয়ার বিধান থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ লক্ষ্যে ৫ কোটি ১২ লাখ টাকা সরকারী কোষাগারে রয়েছে কিন্তু টাকা প্রদানের নীতিমালা না থাকায় বরাদ্দকৃত টাকাও ব্যয় হচ্ছে না। গত ১৬ এপ্রিল জমিয়ত নেতৃবৃন্দ ও শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিষয়টি অবহিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বতন্ত্র এবতেদায়ী শিক্ষকগণকে সরকারীভাবে বেতন বরাদ্দের ঘোষণা দেন। এ বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহোদয়ের প্রতি আবেদন।

৪। সাধারণ শিক্ষাধারার প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের অনুরূপ এবতেদায়ী ৫ম ও দাখিল ৮ম শ্রেণীতে সরকারী বৃত্তি চালু করা ঃ দেশের সাধারণ শিক্ষাধারায় ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশের জন্য প্রাথমিক স্তরে ৫১ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে প্রতি উপজেলায় ৩ জন ছাত্রকে সরকারীভাবে বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু মাদ্রাসার একজন ছাত্রকেও সরকারী বৃত্তি প্রদান করা হয় না। আমরা মহোদয়ের সমীপে সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ সরকারী বৃত্তি প্রদানের আবেদন।

৫। শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ আদেশ বাতিল করা ঃ আমরা মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিপক্ষে নই। মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে 'পুরুষ প্রার্থীর আবেদন করার প্রয়োজন নেই' উল্লেখ করে বারবার জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও দেশের কোথাও মহিলা প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি মহিলা মাদ্রাসাসমূহের শূন্যপদে আজ পর্যন্ত যোগ্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগদান সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাদানের মত মহিলা শিক্ষক এখনো দেশে তৈরী হয়নি। যার ফলে ৩০ শতাংশে মহিলা নিয়োগের বাধ্যবাধকতায় পুরুষ যোগ্য শিক্ষক পাওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। ফলে মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষক সংকটে সর্বত্র অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই ৩০ শতাংশে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের এই বাধ্যবাধকতা থেকে মাদ্রাসাসমূহকে অব্যাহতি দানের লক্ষ্যে মাদ্রাসার জন্য এ আদেশ বাতিলের জোর দাবী।

৬। ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স পাস হলেই এমপিওভুক্ত হচ্ছে অথচ একই মানের আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হতে হলে প্রথম শ্রেণীর কামিল হওয়ার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাই উক্ত আদেশ সংশোধন করে আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য ২য় শ্রেণী কামিল অথবা আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স পাস হলেই এমপিওভুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

৭। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে বহু মাদ্রাসা পাঠদানের অনুমতি নিয়ে পাঠদান অব্যাহত রেখেছে। একাডেমিক স্বীকৃতি পাওয়ার সকল শর্ত পূর্ণ করেও বোর্ডের পক্ষ থেকে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করছে না। তাই মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসাসমূহকে একাডেমিক স্বীকৃতিদানের আদেশ জারির জোর দাবী।

৮। সরকারীভাবে দাখিল স্তরকে এসএসসি ও আলিম স্তরকে এইচএসসির সমমানের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে অথচ দাখিল স্তরের মাদ্রাসা প্রধানকে জুনিয়র স্কুলের প্রধান শিক্ষকের এবং আলিম স্তরের মাদ্রাসার অধ্যক্ষগণকে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতনভাতা দেয়া হচ্ছে। যার বৈষম্য দূর করা অত্যাবশ্যকীয়। তাই জরুরী ভিত্তিতে এ বৈষম্য দূর করে চাকরি ক্ষেত্রে সমতা আনার দাবী।

৯। NTRCA-এর বর্তমান নীতিমালা সংশোধন করে মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের দাবী।

১০। বোর্ডের পক্ষ থেকে ক্লাস চালুর অনুমতি পেয়ে যে সকল মাদ্রাসা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে, সে সকল মাদ্রাসার একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছি।

১১। সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার বেতনবৈষম্য দূর করার দাবী।

জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব কবি রুহুল আমীন খান, মহাসচিব আলহাজ্ব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ ইউনুস, যুগ্ম-মহাসচিব আলহাজ্ব মাওলানা শামছুল আলম চৌধুরী, কুমিল্লা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ আলী হোসেন, চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন, সিলেট হযরত শাহজালাল ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব মাওলানা কমরুদ্দীন চৌধুরী, বগুড়া শেরপুর শহীদিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব মাওলানা খলিলুর রহমান, জমিয়তের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী, ড. একেএম মাহবুবুর রহমান, মাওলানা হাবিবুজ্জামান, রংপুর মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব মাওলানা মোজাম্মেল ইসলাম, কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম ফাজিল মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক আলহাজ্ব মাওলানা শাহ মোঃ নেছার উদ্দীন, সিলেট বিয়ানীবাজার মাথিউরা ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ আব্দুল আলীম এবং পটুয়াখালী নেছারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা শাহ মাহমুদ ওমর জিয়াদ।